গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০২.১৯-৯০

তারিখঃ ২৯ মাঘ ১৪২৬ ব.
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা'র ফকিহ শিক্ষক জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর অনুকূলে জানুয়ারি/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্র:

(১) যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা'র স্মারক নং-২৮০৫,	তারিখ: ১৮/০৭/২০০৪ খ্রি.
(২) জেলা প্রশাসক, যশোর এর স্মারক নং-৪২২(২),	তারিখ: ১৫/০৫/২০০৭ খ্রি.
(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম শা: ১৪/অভি-১/২০০১-৪৯,	তারিখ: ৩১/০১/২০০৮ খ্রি.
(৪) মাউশিঅ এর স্মারক নং-ওএম-২৫-বিশেষ/২০০৮/২০৯৩/৯/বিশেষ,	তারিখ: ১২/০২/২০০৮ খ্রি.
(৫) রুপালী ব্যাংক লি:, যশোর এর স্মারক নং-এমকেজে/সাধা/০৬,	তারিখ: ২০/০১/২০১০ খ্রি.
(৬) জেলা প্রশাসক, যশোর এর স্মারক নং- জেপ্রকায/শিক্ষা/১৫মা-১/০৯-৮৮৩,	তারিখ: ১২/০৮/২০০৯ খ্রি.
(৭) জেলা প্রশাসক, যশোর এর স্মারক নং- জেপ্রকায/শিক্ষা/১৫মা-১/০৯-৮৮৮,	তারিখ: ২৬/০৮/২০০৯ খ্রি.
(৮) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম শা: ১৪/অভি-১/২০০১/৫৩০	তারিখ: ০৪/১০/২০০৯ খ্রি.
(৯) মাউশিঅ এর স্মারক নং- ওএম-২৫ বিশেষ/২০০৮/১১৫৬৮/১০ বিশেষ,	তারিখ: ০৬/১০/২০০৯ খ্রি.
(১০) জেলা প্রশাসক, যশোর এর স্মারক নং- জেপ্রকায/শিক্ষা/১৫মা-১/০৯-৪৭	তারিখ: ১৩/০১/২০১০ খ্রি.
(১১) যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা'র স্মারক নং-৩২৯৮(১)/২০১০,	তারিখ: ২০/০১/২০১০ খ্রি.
(১২) জেলা প্রশাসক, যশোর এর স্মারক নং-০৫.৪৪.৪১০০.০১৮.১৫.০০১.১৪-৯১৪(যুক্ত),	তারিখ: ২৯/০৯/২০১৪ খ্রি.
(১৩) জনাব মোশাররফ হোসেন এর আবেদন,	তারিখ: ১০/১২/২০১৯ খ্রি.
(১৪) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০২(বিবিধ).১৯-৬৩৬,	তারিখ: ০৪/১২/২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর আমিনিয়া কামিল মাদরাসা, যশোর এর ফকিহ-শিক্ষক জনাব মোশাররফ হোসেন গত ১৮/০৭/২০০৪ তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ২৪/০৭/২০০৪ তারিখে উক্ত মাদরাসায় যোগদান করেন। অত:পর নিয়োগ ও এমপিও ভুক্তির জন্য প্রেরিত কাগজাদি জাল জালিয়াতি বলে একটি কুচক্রি মহল কর্তৃক উক্ত মাদরাসার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বর্তমান উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এবং জনাব মোশাররফ হোসেন এর বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক, যশোর এর বরারব অভিযোগ দায়ের করা হয় (দাখিলকৃত আবেদনের কপি সংযুক্ত পাওয়া যায়নি)।

০২। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক ১৫/০৫/২০০৭ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকের পত্র মারফত কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই রূপালী ব্যাংক এম,কে রোড, যশোর শাখায় আবেদনকারীর হিসাব নম্বরটির (পূর্বের ঞ-২১৪৫৭৪২ যাহা বর্তমান ঞ-১১৪৫৭৪) লেনদেন বন্ধ করে দেন মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

০৩। একইভাবে কোন প্রকার তদন্ত ছাড়া জেলা প্রশাসক, যশোরের পত্রের প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বর্তমান উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) এবং শিক্ষক জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর এমপিও স্থগিত করার জন্য মহাপরিচালক, মাউশিঅ-কে নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ৩১/০১/২০০৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকে পত্র জারি করা হয়।

০৪। মাউশি অধিদপ্তর হতে ১২/০২/২০০৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকের মাধ্যমে পত্রটি পৃষ্ঠাংকন করে জেলা প্রশাসক, যশোর সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে MPO Stop Payment করা জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলে মে/০৮ মাস হতে বর্ণিত মাদ্রাসার এমপিও শীটে উপাধ্যক্ষসহ শিক্ষক জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর নামের পাশে Stop Payment লিপিবদ্ধ হয়ে M.P.O Sheet Print করা হয়।

০৫। উল্লেখ্য-২০০৮ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত শিক্ষকের বেতন-ভাতাদি (এমপিও) সরকার কর্তৃক অব্যাহত রাখা হলেও জানুয়ারি/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর বেতন-ভাতা (এমপিও)-এর টাকা উক্ত শিক্ষকের ব্যাংক হিসাব নং-T-২১৪৫৭৪২ তে জমা হয়নি মর্মে ম্যানেজার, রুপালী ব্যাংক, এম,কে, রোড শাখা, যশোর কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারক হতে স্পষ্ট হয়।

০৬। পরবর্তীতে আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক সম্পন্নকৃত তদন্তে জনাব মোশাররফ হোসেন এর নিয়োগ এবং এম.পিও ভুক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বকেয়াসহ তাঁর (জনাব মোশাররফ হোসেন) এম.পি.ও চালুর জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর এর দপ্তর হতে ১২/০৮/২০০৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ জানানো হয়।

০৭। একইসাথে ২৬/০৮/২০০৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, যশোর এর দপ্তর হতে সূত্রোক্ত (৭) নং স্মারকের মাধ্যমে জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫)-এর ব্যাংক হিসাবটি অপারেট করার অনুমতি দেয়ার জন্য ম্যানেজার, রূপালী ব্যাংক, এম.কে রোড শাখা, যশোর কেও পত্র প্রেরণ করা হয়।

০৮। জেলা প্রশাসক, যশোর এর উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) এবং শিক্ষক জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর এমপিও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার ও বকেয়া বেতন প্রদানের জন্য ডিজি, মাউশিঅ-কে নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ০৪/১০/২০০৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৮) নং স্মারকে পত্র জারি করা হয়।

চলমান পাতা-০২

০৯। উক্ত পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী মাউশি'অ হতে আবেদনকারীর বকেয়া প্রদানের বিষয়ে কোন নির্দেশনা ব্যতীত শুধুমাত্র Stop Payment / স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য প্রোগ্রামার, ইএমআইএস সেল-কে নির্দেশনা দিয়ে মাউশি'অ হতে ০৬/১০/২০০৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৯) নং সংখ্যক স্মারকে পত্রটি পৃষ্ঠাংকন করা হয় এবং মাউশিঅ হতে বকেয়া ব্যতীত শুধুমাত্র নভেম্বর/২০০৯ মাসের বেতন-ভাতা দিয়ে এম.পি.ও ছাড় করা হয়।

১০। বকেয়া এমপিও না পাওয়ায় বকেয়া বেতন ভাতাদি (এমপিও) পাওয়ার জন্য জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) কর্তৃক জেলা প্রশাসক, যশোর এর মাধ্যমে ডিজি, মাউশিঅ বরারব আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক একমত পোষণ করে গত ১৩/০১/২০১০ তারিখে (১০) নং স্মারকের মাধ্যমে ডিজি, মাউশঅ বরারব সুপারিশসহ পত্র প্রেরণ করা হয়।

১১। উক্ত সুপারিশ পত্রের পরেও ডিজি, মাউশিঅ হতে আবেদনকারীর (জানুয়ারি/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯) বকেয়া ২২ মাসের বেতন ভাতাদি (এমপিও) ও উক্ত সময়ের ৪টি ঈদ উৎসবের কোন অর্থাদি অদ্যাবধি ছাড় করা হয়নি মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত দাবীর স্বপক্ষে জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর ব্যাংক হিসাব নং-T-২১৪৫৭৪২ তে জানুয়ারি/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত বেতন-ভাতাদির (এমপিও) কোন টাকা জমা হয়নি মর্মে ম্যানেজার, রুপালী ব্যাংক, এম,কে, রোড শাখা, যশোর কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকের প্রত্যয়ন প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। একইসাথে আবেদনকারী উক্ত সময়ে নিয়মিত মাদরাসায় উপস্থিত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন মর্মে বর্ণিত মাদরাসার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক ২০/০১/২০১০ তারিখে প্রদত্ত সূত্রোক্ত (১১) নং প্রত্যয়ন সংযুক্ত করা হয়েছে।

১২। জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক ১৩/০১/২০১০ তারিখে সূত্রোক্ত (১০) নং স্মারকে প্রেরিত সুপারিশের পরেও ডিজি, মাউশিঅ আলোচ্য বকেয়া এমপিও পরিশোধ না করায় জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) কর্তৃক পুনরায় ২০/০৮/২০১৪ তারিখে উক্ত বকেয়া প্রাপ্তির জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর বরারব আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনটি প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৪ তারিখে সূত্রোক্ত (১২) স্মারকমূলে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। তথাপি উক্ত বকেয়া বেতন ভাতাদি (এমপিও) আবেদনকারী পাননি মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। উল্লেখ- উক্ত মাদরাসার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বর্তমান উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এবং জনাব মোশাররফ হোসেন -এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ (মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক) প্রমাণিত না হওয়ায় (রিট পিটিশন নং-৫৫৬০/২০১০ মামলার আদেশের প্রেক্ষিতে) শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ০৪/১০/২০০৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৮) নং স্মারকে জারীকৃত পত্রে জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এবং জনাব মোশাররফ হোসেন এর বকেয়া বেতন ভাতাসহ এম.পি.ও ছাড়ের নির্দেশনা ছিল। তাছাড়া টিএমইডি হতে ০৪/১২/২০১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (১৩) নং পত্রের মাধ্যমে একই অভিযোগে অভিযুক্ত উক্ত প্রতষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল ইসলামের জানুয়ারী/০৮ হতে অক্টোবর/০৯ পর্যন্ত তাঁর পাওনা বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে বিধায় একইরুপে বিষয় বিবেচনাক্রমে আবেদনকারীর অনুকূলে বকেয়া এমপিও প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সূত্রোক্ত (১৩) নং আবেদনের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১৪। পর্যালোচনায় দেখা যায়- যেহেতু যশোর আমিনিয়া কামিল মাদরাসা'র তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বর্তমান উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) এবং শিক্ষক মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) উভয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একই বিষয়ে অভিযোগ ছিল এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একই আদেশের প্রেক্ষিতে উভয়ের জানুয়ারী/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত সময়ের বেতন-ভাতাদি (এমপিও) স্থগিত ছিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একই আদেশে উভয়ের এমপিও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারসহ বকেয়া প্রদানের জন্য মাউশিঅ-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল এবং যেহেতু (জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত) রিট পিটিশন নং-৫৫৬০/২০১০ মামলায় মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) এর জানুয়ারী/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদানের নিমিত্ত টিএমইডি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, এবং যেহেতু শিক্ষক মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) একই বঞ্চনার শিকার এবং জনাব মোশাররফ হোসেন এর চাহিত প্রতিকারের বিষয়বস্তু সমজাতীয় / সমগোত্রীয় (Analogous) সেহেতু তাঁর (জনাব মোশাররফ হোসেন-এর) জানুয়ারী/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৫। এমতাবস্থায়, যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসার ফকিহ শিক্ষক জনাব মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর অনুকূলে **জানুয়ারি/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত** বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) প্রদানপূর্বক আগামি ২৭/০২/২০২০ তারিখের মধ্যে (প্রমাণকসহ) টিএমইডি-কে অবহিত করণসহ এরূপ ত্রুটিপূর্ণ কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা) ২২/০২/২০২০
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) / উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। জনাব মোশাররফ হোসেন, ফকিহ শিক্ষক (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫), যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা, যশোর (তাঁর ১০/১২/২০১৯ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে)।
৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।